সমকাল

তারিখ ... 21 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 6 ...

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বৃত্তি বৃদ্ধি আবশ্যক

মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত এবং আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্য সরকার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা, মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করে চলেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রাথমিক ও জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষার বিপরীতে বৃত্তির সংখ্যাও বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে পরীক্ষার ফল ও থানাপ্রতি শিক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী বাছাই করা হয়ে থাকে। এতে করে দেশের সব ভৌগোলিক এলাকার মেধাবী শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে। কোনো সন্দেহ নেই, সরকারের এ বৃত্তি প্রদান শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আরও বেশি মনোযাগী করে তুলতে ভূমিকা রাখছে। প্রতিজন মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী পুলের শিক্ষার্থী মাসে ৬০০ টাকা এবং সাধারণ মেধাবী শিক্ষার্থী মাসে ৩৫০ টাকা হারে বৃত্তি পাচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পাঠের দুই বছর এ বৃত্তি তারা পেয়ে থাকে। এ দুই বছরের প্রতি বছর তারা শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত ৩০০ টাকা হারে বৃত্তি পায়। বর্তমানে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যস্তর বিবেচনায় বৃত্তির এ পরিমাণ অর্থ অপ্রতুল। বৃত্তি প্রদান অর্থবহ করার জন্য তা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মেধা পুলের একজন শিক্ষার্থীকে মাসে অন্তত এক হাজার টাকা এবং সাধারণ মেধা তালিকায় একজন শিক্ষার্থীকে মাসে অন্তত ৮০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান অভিপ্রেত। তাছাড়া বার্ষিক শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত এক হাজার টাকা প্রদান করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সে অনুসারে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়নি। বৃত্তির সংখ্যাও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

মো. আশরাফ হোসেন
পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড
রমনা, ঢাকা